ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৩

প্রকাশকাল: ১০ জুলাই ২০২৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে প্রায় ১৫ বছর ধরে কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় থেকে মানবাধিকার কর্মীদের টার্গেট করার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। ফলে মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করছে।

দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২৩ সালের এপ্রিল-জুন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। সরকারের ক্রমাগত নজরদারি ও হয়রানির কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ আরোপ করতে বাধ্য হচ্ছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ২
বিরোধীদলের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ৩
বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন ৩
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ৭
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ১১
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ ১২
বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন ১৩
নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ১৭
গুম ১৭
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২০
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু ২১
নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ ২২
কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৩
মৃত্যুদণ্ডের বিধান ২৪
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৫
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ২৫
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ..... ২৬
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৮
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৩০
নারীর প্রতি সহিংসতা ৩১
ধর্ষণ ৩১
উত্যক্তকরণ/যৌন হয়রানি ৩১
যৌতুক সহিংসতা ৩২
এসিড সহিংসতা ৩২
প্রতিবেশী দেশ: ভারত-মিয়ানমার ৩২
রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘন ৩৪
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৫
সুপারিশসমূহ: ৩৭

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২৩

জানুয়ারি - জুন ২০২৩*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	০	০	৩	০	০	০	৩
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	০	১	০	০	২	৪
	গুলিতে নিহত	০	০	১	০	০	০	১
	মোট	**১**	**০**	**৫**	**০**	**০**	**২**	**৮**
গুম**		২	৫	১	৪	২	২	১৬
কারাগারে মৃত্যু		১৫	৬	৫	১০	৯	১৩	৫৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৮	৪	১০	১৩	৮	৬	৪৯
	আহত	৩৭৫	১১৪৪	৫২১	৩৪৯	৭৮৪	৪৩৮	৩৬১১
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	২৫	১৮	৫০	২৮	৫০	৪১	২১২
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	২	১	০	০	০	০	৩
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৩	০	০	২	২	৯
	বাংলাদেশী আহত	৩	২	০	০	৪	৪	১৩
	মোট	**৫**	**৫**	**০**	**০**	**৬**	**৬**	**২২**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	১	১
	আহত	২১	১৭	১৬	২০	১০	৫	৮৯
	লাঞ্ছিত	৪	১০	৩	১	৭	৫	৩০
	আক্রমণ	০	০	১	৪	৬	০	১১
	গ্রেফতার	১	০	১	০	০	০	২
	হুমকির সম্মুখীন	৩	১	৪	৩	৪	৩	১৮
	মোট	**২৯**	**২৮**	**২৫**	**২৮**	**২৭**	**১৪**	**১৫১**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	৫	৪	২	৬	২	২৫
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার	প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য, সরকার বিরোধী সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে	৯	১০	৫	৪	১৫	২	৪৫
	ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার কারণে	৩	০	০	০	০	০	৩
	মোট	**১২**	**১০**	**৫**	**৪**	**১৫**	**২**	**৪৮**

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

** স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি গুমের ঘটনা

ভূমিকা

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপ্রিল থেকে জুন সময়কালের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে সরকারের নৈতিক ও আইনি সংকট সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা বাস্তব রূপ নিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বেপরোয়াভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার এবং নির্যাতন চলমান রয়েছে। এছাড়া নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন চরম আকার ধারণ করার কারণে আন্তর্জাতিক চাপ, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ি বা জড়িত ব্যক্তিদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি আরোপ করা হয়েছে। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে, যা প্রমাণ করে যে সরকার অস্বীকার করা সত্ত্বেও এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বিদ্যমান রয়েছে।

[১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে অংশ নেয়। এই বিতর্কিত নির্বাচনে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীদের এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা ছিল নজিরবিহীন।

বিরোধীদলের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন

১. ২০২৩ সালকে রাজনৈতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে । উল্লেখ্য ১৯৯৬ সালে তৎকালিন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করার জন্য আন্দোলন করে এবং সেই সময়ে বহু মানুষ হতাহত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের কারণে একতরফাভাবে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আগামীতে একই কায়দায় জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য সারা দেশে বিরোধীদলকে দমন করতে তার দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে। এই সময়ে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।[২]

২. বিএনপি অভিযোগ করেছে, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে যাঁরা বিগত সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে নির্বাচন করবেন, এমন নেতাদের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের বলা হচ্ছে বিএনপি যদি নির্বাচনে নাও যায়, তবুও তাঁদের নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া আন্দোলন কর্মসূচীতে সক্রিয় নেতাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।[৩] চার মাস ধরে কারাগারে বন্দি থাকা একজন বিএনপি নেতার স্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ও বিএনপির সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী। কয়েকবার আদালত থেকে জামিন পেলেও নতুন করে মামলা দিয়ে তাঁর স্বামীকে কারাগারে আটকে রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের অধীনে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁদের ওপর চাপ দিচ্ছে সরকারের লোকজন। এতে রাজি না হওয়ায় মুক্তি পাচ্ছেন না তাঁর স্বামী।[৪]

পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক আবদুর রহমানকে উপজেলা শ্রমিক লীগের নেতা নজরুল ইসলাম মারধর করেন। ছবি: প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২৩

[২] প্রথম আলো ৯ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5mkxjq9zre
[৩] প্রথম আলো ২২ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/izy6crjsqu
[৪] মানবজমিন ২৩ জুন; https://mzamin.com/news.php?news=61707

৩. এই সময়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বাসা-বাড়িতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে দিয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছে এবং বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৫]

৪. গত ৪ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে দুপ্তারা ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল আলমকে ধরে নিয়ে তাঁর স্বজনদের সামনে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা হাশমত আলীর নেতৃত্বে তাঁর কয়েকজন সহযোগী হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, কুপিয়ে ও চোখ উপড়ে হত্যা করে।[৬]

৫. রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়াও অন্য যে কোন ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঢাকার মিরপুরে মোহাম্মদ সোহেল নামে এক ব্যক্তির ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে দেয়া এক পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনতা সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে পুলিশ ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে দুই থেকে আড়াইহাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাফরুল থানায় মামলা দায়ের করে। এরমধ্যে বিএনপির ১১ জন নেতা-কর্মীও রয়েছেন।[৭]

৬. বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্য আবুল হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে তাঁর বাসায় যেয়ে তাঁকে না পেয়ে তাঁর দুই ছেলে আব্দুর রহমান রনি ও আহাদুল ইসলাম বাদলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।[৮]

৭. এই সময়ে বিরোধী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত নাশকতার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যে কোন মামলায় শত শত নেতা-কর্মীকে আসামী করা হয়েছে।[৯] বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে সব মামলা দায়ের করেছে তার অধিকাংশই মিথ্যা এবং বানোয়াট বলে অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পুলিশ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে, যাতে পরবর্তীতে যে কাউকে এই মামলার ফাঁদে ফেলে গ্রেফতার করা যায়। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেই বা অন্যান্য মামলায় জামিনে আছেন তাঁদেরও পুরানো মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১০] এরমধ্যে মৃত এবং কারাগারে বন্দি আছেন এমন ব্যক্তিদেরও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে মামলা দেয়া হয়েছে। পুলিশের ভাষ্যমতে, গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার তেজগাঁওয়ে এফডিসি এলাকায় রেললাইনের পাশে অস্ত্র নিয়ে জমায়েত হন বিএনপির কয়েকশ নেতা-কর্মী। তাঁরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়েন। এই ঘটনায় ঢাকা মহানগর উত্তরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম জড়িত ছিলেন বলে গত ১ মে ২০২৩ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার এস আই সোহেল রানা বাদী হয়ে তাঁকেসহ বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অথচ ২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর শাহ আলম মারা যান। মামলায় উল্লেখ করা ঘটনাস্থলের পাশের মাছের আড়তের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ওই দিন ওই এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ও পুলিশের ওপর হামলার কোনো ঘটনাই ঘটেনি।[১১] শুধু মৃত শাহ আলমকে নয় বিদেশে অবস্থানকারী এবং কারাগারে বন্দি আছেন এমন বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

---

[৫] মানবজমিন, ২৩ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56802

[৬] ডেইলি স্টার, ৫ এপ্রিল ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/jubo-dal-leader-tortured-death-3289061

[৭] যুগান্তর, ৬ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/682945/

[৮] মানবজমিন, ২৩ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56802

[৯] সমকাল, ২ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2304165527/, ডেইলি স্টার ৩ এপ্রিল ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/clash-cops-over-800-bnp-men-sued-khulna-3287111

[১০] মানবজমিন, ২৩ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56802

[১১] সমকাল, ৪ মে ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2305170657/

খুলনায় শনিবার সমাবেশ করলে এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীর সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে। ছবি: সমকাল, ২ এপ্রিল ২০২৩

৮. 'নাশকতার' মামলায় খুলনা মহানগর বিএনপির সদস্য গাজী আফসার উদ্দিন (৪৫) খুলনা কারাগারে বন্দি থাকলেও গত ১ এপ্রিল রাতে পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারী কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়েছে।[১২]

৯. গত ২৮ মে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে বিএনপি'র ৩৬ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয়ের আরো ৬০০ জনকে আসামি করে চান্দগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করেন এস আই লুৎফর রহমান। অথচ এই মামলায় ১ নম্বর আসামি চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আলী মর্তুজা এবং ৬ নম্বর আসামি স্বেচ্ছাসেবকদলের ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিষয়ক সহ-সম্পাদক শাহ ইমরান ঘটনার সময় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।[১৩]

১০. এই ধরণের নিপীড়নমূলক মিথ্যা মামলায়ও আদালতগুলো অভিযুক্তদের জামিন দিচ্ছে না।[১৪] একই ঘটনায় হয়রানী করার জন্য একাধিক জায়গায় মামলা দায়ের করছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা। পুলিশ আসামীদের জন্য রিমান্ড প্রার্থনা করলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করছেন। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে থাকে। গত ১৯ মে রাজশাহীর বিএনপি নেতা আবু সাঈদ চাঁদ এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় চাঁদের বিরুদ্ধে ৯ জেলায় ২০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দফায় দফায় তাঁকে আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।[১৫] গত ২২ জুন আবু সাঈদ চাঁদের মুক্তির দাবিতে রাজশাহীর বাঘা পৌরভবনে পোস্টার লাগানোর সময় বিএনপি নেতা সুরুজ্জামানকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৬] জামিন পেয়ে অনেকে জেল থেকে বেরোনোর সময় জেল গেট থেকে আবারো তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবকদলের সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুসাব্বির উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বের হবার সময় পর পর তিনবার জেল গেট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।[১৭]

---

[১২] প্রথম আলো, ৪ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fixg7bur5m

[১৩] প্রথম আলো, ৩০ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/4qrkjfppgr

[১৪] যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/660988/

[১৫] ডেইলি স্টার, ৭ জুন ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/threatening-pm-rajshahi-bnp-leader-2-day-remand-3340111

[১৬] যুগান্তর, ২৪ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/689634/

[১৭] মানবজমিন, ১ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=53425

অবস্থান কর্মসূচি থেকে রাজশাহী জেলা বিএনপির আহবায়ক আবু সাঈদ চাঁদকে আটক করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। ছবি: সমকাল, ১ এপ্রিল ২০২৩

১১. বিএনপির সমাবেশে উপস্থিত থাকার কারণে ছাত্রদলের এক নেত্রীর ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করে উল্টো ঐ ছাত্রদল নেত্রীকে গ্রেফতার করেছে। গত ১৮ জুন চট্টগ্রামে বিএনপির বিভাগীয় তারুণ্যের সমাবেশ শেষে সিএনজি চালিত স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিলেন ছাত্রদল নেত্রী নাদিয়া নুসরাত (২১)। এই সময় মিরসরাই উপজেলার ৬নং ইছাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুল মোস্তফার ছেলে পাভেল ও সহযোগী কামরুলের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নুসরাতকে বহনকারী স্কুটারের গতিরোধ করে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে স্কুটার থেকে নামিয়ে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে এবং পাশের একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে তাঁর ওপর যৌন নিপীড়ন চালায়। নুসরাত মুঠোফোনে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলে পুলিশ কোনো সহযোগিতা করেনি। পরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পুলিশ ডেকে জোরারগঞ্জ থানায় নুসরাতকে হস্তান্তর করলে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দায়ের করা একটি বিস্ফোরক মামলায় নুসরাতকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।[১৮]

১২. পুলিশের মামলা দায়ের ও গ্রেফতার ছাড়াও ক্ষমতাসীনদলের নেতা কর্মীরা বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা, তাঁদের বাড়িঘর এবং বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুর করেছে। গত ৭ এপ্রিল বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামে একদল মুখোশ পরিহিত দুর্বৃত্ত বিএনপি কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই দিনে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালিতে বিএনপি কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙ্গচুর করে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা।[১৯] গত ৫ মে কুমিল্লা-১১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের কুলসা গ্রামের বাড়িতে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে।[২০]

১৩. বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা চালানোর পর পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা উল্টো বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ফলে সারা দেশে হাজার হাজার বিরোধীদলের নেতা-কর্মী বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ১২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলাগুলোতে বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে তৃণমূলের ৩৯ লাখ ৭৮ হাজার

[১৮] মানবজমিন, ১৯ জুন ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=61048
[১৯] সমকাল, ৯ এপ্রিল ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-04-09/15/3312
[২০] প্রথম আলো, ৬ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tm1pdzaakc

৪৮১ জন নেতা-কর্মী ও সমর্থকদেরকে আসামি করা হয়েছে।[২১] আর অজ্ঞাতনামা আসামীর সংখ্যা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। বেশিরভাগ মামলায় অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে এইসব মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করে দ্রুত রায় দেয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলের নেতা ও তাঁদের আইনজীবীরা।[২২]

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

১৪. গত ১৪ বছরে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক চাপ এবং র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও নতুন ভিসা নীতির কারণে সরকার বিরোধীদলগুলোকে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার সুযোগ দিচ্ছে। তারপরও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ও মিছিলে সরকারিদলের দুর্বৃত্তরা এবং পুলিশ হামলা চালিয়েছে।[২৩] অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ যৌথভাবে এই সব হামলা পরিচালনা করেছে।[২৪] আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সভা-সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের ওপরও হামলা করেছে।[২৫]

হামলার সময় ছবি তুলতে গিয়ে আহত এক সাংবাদিক গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। ছবি: প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৩

১৫. গত ২৫ মে খাগড়াছড়িতে বিএনপির সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানের গাড়িবহরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর এবং পাঁচ নেতা-কর্মীকে আহত করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।[২৬]

১৬. পূর্বে অনুমতি নেয়া বিএনপির কর্মসূচিতে একই তারিখে ও একই জায়গায় পরবর্তীতে সমাবেশ ডেকে প্রশাসনকে ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে সমাবেশ পণ্ড করার কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। উদাহরণস্বরূপ, গত ৮ এপ্রিল খাগড়াছড়ি শহরে স্বেচ্ছাসেবক দল চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বিভাগীয় নেতা-কর্মীদের জন্য ইফতার মহফিলের আয়োজন করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ একই জায়গায় এবং একই সময়ে সমাবেশ ও ইফতার বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করলে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সহিদুজ্জামান ঐ স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করেন।[২৭]

---

[২১] যুগান্তর, ৯ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/683822/
[২২] যুগান্তর, ৯ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/683822/
[২৩] ডেইলি স্টার, ৮ এপ্রিল ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/bnp-leader-altaf-hossains-motorcade-attacked-patuakhali-3292051
[২৪] সমকাল, ৯ এপ্রিল ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-04-09/16/3148
[২৫] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nmc6c5ambi
[২৬] মানবজমিন, ২৮ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=57635
[২৭] সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/uk/article/2304166557/

১৭. গত ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে খুলনায় জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের শোভাযাত্রায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে[২৮] এবং কিশোরগঞ্জে সমাবেশ করার জন্য শ্রমিকদলের তৈরি করা মঞ্চ ভেঙ্গে দেয় পুলিশ।[২৯]

খুলনায় শ্রমিকদলের শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠিচার্জ। ছবি: মানবজমিন, ১ মে ২০২৩

১৮. গত ১৯ মে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে বাধা দিলে সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং রাবার বুলেট ও শটগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় ১৫ জন বিএনপি নেতা-কর্মী আহত হন।[৩০] বিএনপি কর্মী আলী হোসেনের পিঠে ৫৯টি পেলেট বিদ্ধ হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু গত ২৩ মে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আলী হোসেনকে খুঁজতে হাসপাতালে গেলে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় আলী হোসেন মারাত্মক শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।[৩১]

পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ বিএনপি কর্মী আলী হোসেন। ছবি: মানবজমিন ২৪ মে ২০২৩

[২৮] মানবজমিন, ১ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=53422

[২৯] যুগান্তর, ৩ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/670608/

[৩০] সমকাল, ২০ মে ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-05-20/1/6138, প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২৩; https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/91ii8ldrp5

[৩১] মানবজমিন, ২৪ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56992

১৯. ১৯ মে পদযাত্রা কর্মসূচির আগের রাতে ফেনীর বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালালে ৫০ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৩২] উল্লেখ্য যে, পুলিশ বিরোধীদলের মিছিল, সভা-সমাবেশ বাধাগ্রস্ত করলেও ক্ষমতাসীনদলের মিছিল সভা-সমাবেশে কোন বাধা দেয় না।

২০. গত ২২ মে চট্টগ্রাম-১৬ বাঁশখালী আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী প্রকাশ্যে পিস্তল হাতে দলীয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।[৩৩]

মিছিলে পিস্তল হাতে চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। ছবি: প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২৩

২১. গত ২৫ মে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে বিএনপির মিছিলে আওয়ামী লীগ হামলা চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা নিপুণ রায় চৌধুরীসহ অন্তত ৫০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। অথচ পুলিশ নিপুণ রায়সহ বিএনপি'র ৫ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।[৩৪]

হামলায় আহত নিপুণ রায়। ছবি: মানবজমিন, ২৭ মে ২০২৩

[৩২] সমকাল, ২০ মে ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-05-20/1/6138
[৩৩] প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/edsinda1jv
[৩৪] মানবজমিন, ২৮ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=57635

২২.গত ২৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ড ইউনিয়নে উপজেলা যুবদল এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে সীতাকুন্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন পুলিশ সেখানে হামলা চালালে বিএনপি নেত্রী নাজমুন নাহারসহ ১৫ জন আহত হন।[৩৫]

২৩.গত ৪ জুন থেকে শুরু হওয়া গণতন্ত্র মঞ্চের ঢাকা থেকে দিনাজপুর অভিমুখে রোডমার্চ কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে।[৩৬] এমনকি গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্যে যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন সেখানেও হামলা করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।[৩৭]

২৪.গত ৮ জুন লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপির ডাকা সারা দেশে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়।[৩৮]

২৫.বিরোধী রাজনৈতিকদল ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে সরকার তার দলীয় নেতা-কর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে বাধা দিয়েছে ও হামলা চালিয়েছে।[৩৯] গত ৪ জুন প্রতিবন্ধী নাগরিক সমাজ ১১ দফা দাবিতে শাহবাগে সমাবেশ করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এই সময় এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার থেকে ফেলে দেয়া হয় ও অন্যান্যদের লাথি মেরে আহত করা হয়।[৪০]

পুলিশের বাধার মুখে বিক্ষোভ করছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটা। ছবি: প্রথম আলো, ৪ জুন ২০২৩

২৬.বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ঘরোয়া বৈঠক থেকে আটক করে তথাকথিত নাশকতা ও ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও নাশকতার লক্ষ্যে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এমন অভিযোগ এনে গত ৭ এপ্রিল ঢাকার ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে জামায়াতে ইসলামীর ৮ নেতা-কর্মীকে গোয়েন্দা পুলিশ[৪১] এবং গত ৬ জুন নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে ওয়ারলেসগেটের একটি রেস্টুরেন্ট থেকে বনানী থানা জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের ১০ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৪২]

---

[৩৫] মানবজমিন, ২৬ এপ্রিল ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=52585

[৩৬] যুগান্তর, ৫ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/682542/

[৩৭] প্রথম আলো, ৫ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/868ht25sjc

[৩৮] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=9665a57691&imageview=1&epedate=09/06/2023

[৩৯] প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/1uxwvno9b8

[৪০] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/nddgsqafam

[৪১] সমকাল, ৮ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/capital/article/2304166763/

[৪২] যুগান্তর, ৭ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/683280/

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

২৭. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা চলমান রয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন না করায় তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে।[৪৩] ক্ষমতাসীনদলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলোতে মারাত্মক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন ধর্ষণ, হত্যা ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।[৪৪] এমনকি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ক্ষমতাসীন দলের নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।[৪৫]

২৮.এই সময়ে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকারী আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর দেয়ার কথা বলে দরিদ্র নারীদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ, ধর্ষণ, পুলিশের কাছ থেকে ধর্ষণ মামলার আসামীকে ছিনিয়ে নেয়া, ভাড়াটে খুনি ব্যাবহার করে প্রতিপক্ষকে হত্যা, পরিবহনে চাঁদাবাজি, ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম, সরকারি খাসজমি দখল, আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর বরাদ্দের নামে অর্থ আত্মসাৎ, বিরোধীছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর ওপর হামলা, চাঁদা না পেয়ে অপহরণ এবং চাঁদার দাবিতে শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে মারধর, পিটিয়ে আবাসিক হল থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দেয়া, শিবির সন্দেহে শিক্ষার্থীদের মারধর করে পুলিশে সোপর্দ, ছিনতাই ও লুটপাটসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা এবং দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নারী নেত্রীদের বিরুদ্ধেও শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় দেশে ব্যাপকভাবে মাদক বাণিজ্য সংগঠিত হওয়ার এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনির একান্ত ব্যক্তিগত সহকারি (রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত এপিএস) মফিজুর রহমানের সংসদ ভবন আবাসিক এলাকার বাসা থেকে বিদেশি মাদক এমডিএমএ উদ্ধার করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এই ঘটনায় এপিএস'র শ্যালক ইবরাহিম কিবরিয়াসহ তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বিষয়টির ভিন্ন রূপ দিতে গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা সাজাতে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে বাধ্য করা হয়।[৪৬]

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে হেলমেট পরা অস্ত্রধারী। ছবি: প্রথম আলো, ১১ জুন ২০২৩

[৪৩] প্রথম আলো, ১১ জুন; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xnr7ula9az
[৪৪] যুগান্তর, ৪ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/671011/
[৪৫] সমকাল, ১৫ মে ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-05-15/3/4661
[৪৬] যুগান্তর, ১৮ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/675780/

২৯.দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এলাকায় অধিপত্য বিস্তার ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই সময় তাদের দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং ককটেল বিস্ফোরণ করতে দেখা গেছে।[৪৭] এইসব ঘটনায় সাধারণ মানুষসহ বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হতাহত হয়েছেন। গত ৩০ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে একটি রেস্তোরার বাবুর্চি বিল্লাল হোসেন হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[৪৮]

৩০.**চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২৭ জন নিহত ও ১,৫৭১ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৫২টি ও বিএনপি'র ০৬টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৬ জন নিহত ও ৪৪৭ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০২ জন নিহত এবং ৪৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ

৩১.২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি, সাংবিধানিক এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৯] এই পরিস্থিতিতে জনগণ সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিই আস্থা হারিয়েছে। দেশে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ড.কামালউদ্দিন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো বলে মন্তব্য করেছেন।[৫০] দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিরোধীদের দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের বেলায় নমনীয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫১] বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরোধ থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে দুদককে ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ৩০ মে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নোবেল বিজয়ী ড.মুহাম্মদ ইউনুসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক।[৫২] উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাজনৈতিক ইস্যুতে ড. ইউনুসের ওপর ক্ষিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করন অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরও আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। বিগত দুটি বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে দলীয় আস্থাভাজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ১৬ জন চুক্তিভিত্তিক সচিব থাকা সত্ত্বেও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সচিব পর্যায়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদেও দলীয়

[৪৭] মানবজমিন, ১ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=53307
[৪৮] নয়াদিগন্ত, ৩ জুন ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/752577/
[৪৯] মানবজমিন ২,৩ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56798
[৫০] সমকাল, ৭ মে ২০২৩; https://samakal.com/world-australia/article/2305171200/
[৫১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ এর গবেষণা প্রবিবেদন ২০২০, পৃষ্ঠা-৩৩; https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/ACC/ACC_Full_Report.pdf
[৫২] সমকাল, ৩০ মে ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2305175404/

আস্থাভাজনদের রাখা হচ্ছে। সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মোটা অংকের টাকা খরচ হবে।[৫৩]

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন

৩২.জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে একটি চরম নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে; যা সংবিধান[৫৪] ও আন্তর্জাতিক আইনের[৫৫] পরিপন্থী। ২০১৪[৫৬] ও ২০১৮[৫৭] সালের অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। গত ১৪ বছরে নির্বাচন কমিশনগুলো নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের পক্ষে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করার মধ্যে দিয়ে জনগণের আস্থা হারিয়েছে এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা ভোট ডাকাতিসহ নানা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে 'বিজয়ী' হয়েছে।[৫৮] পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের নেতার হুমকিতে বিরোধীদলের বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা না দেয়ায় আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।[৫৯]

৩৩. ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন । আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেশের প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে। এরমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সরকারের একজন সুবিধাভোগী সাবেক আমলা কাজী হাবিবুল আউয়াল।[৬০] এদিকে গত ৪ জুলাই ২০২৩, জাতীয় সংসদ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও (সংশোধন) বিল, ২০২৩ পাস করে। বিলটি গত ১৮ মে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর গত ৫ জুন আইনমন্ত্রী এটি সংসদে পেশ করেন। এই

---

[৫৩] প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/aocs4nnxnp

[৫৪] সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ বলা আছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

[৫৫] আইসিসিপিআর এর ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে। এই ধরনের সাজানো ও বিতর্কিত নির্বচনী ব্যবস্থা আইসিসিপিআর এর লঙ্ঘন।

[৫৬] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[৫৭] এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন। নয়াদিগন্ত, প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮;http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801;http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2018-12-31; একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, টিআইবির প্রাথমিক প্রতিবেদন, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2019/report/EPT/EPT_First_Report_2018.pdf

[৫৮] যুগান্তর, ৮ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/683483/

[৫৯] যুগান্তর, ১৮ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/687579/

[৬০] কাজী হাবিবুল আউয়াল ২০০৯ সালে আইন মন্ত্রনালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োজিত হবার সময় নীতিমালা না মানায় ২০১০ সালে আদালত তাঁর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু সরকার তাঁকে ২০১৪ সালে প্রতিরক্ষা সচিব এবং পরবর্তীতে সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেয়। চাকুরি জীবন শেষ হলেও সরকার তাঁকে দুই বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে চাকুরিতে বহাল রাখে। মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=317328&cat=1/

সংশোধনীর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ নির্বাচনী এলাকার ভোট বাতিলের ইসির কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, অনিয়ম, জবরদস্তি, চাপ ও সহিংসতার কারণে নির্বাচন চলাকালীন (ভোটের দিন) যেকোনো সময় এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্রের ভোট বা ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ইসিকে। তবে আগের আইনে (আরপিও ৯১এ ধারা) উল্লেখিত ছিল যে, একই কারণে নির্বাচনের যেকোনো পর্যায়ে ইসি যেকোনো ভোটকেন্দ্র বা পুরো নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন বন্ধ করতে পারে।[৬১]

৩৪. গত ২৫ মে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণের কাজে ইসির সঙ্গে প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তাদের যুক্ত করে একটি নীতিমালা অনুমোদন করে ইসি।[৬২] নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র কোথায় কোথায় হবে তা আগে নির্ধারন করতো নির্বাচন কমিশন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভোটকেন্দ্র নির্ধারনের কাজে পুলিশ ও প্রশাসনকে যুক্ত করা হলে ক্ষমতাসীনদলের পক্ষে তা যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

৩৫. এই সময়ে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদের শূণ্য আসনে যে সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও বামপন্থী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বর্জন করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নিলেও বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন সহিংসতা ও অনিয়ম অব্যাহত আছে।[৬৩] অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের তীব্র সমালোচনার মুখে বাধ্য হয়ে নির্বাচন কমিশন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেও দেশের পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩৬. গত ২৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপ-নির্বাচন প্রায় ভোটারবিহীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে ভোট পড়েছে মাত্র ১৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ । এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনিত প্রার্থী বিজয়ী হন এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী অন্য ৪ জন প্রার্থীর জামানাত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচনের পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী স উ ম আবদুস সামাদ বলেন, নির্বাচনের আগে তাঁদের নেতাকর্মী ও এজেন্টদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থকরা নানাভাবে হুমকি দেয়। তিনি আরো বলেন, সত্যিকারভাবে এই নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৫ থেকে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ।[৬৪]

৩৭. গত ২৫ মে থেকে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের ও তাঁদের গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালিয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোতে বিএনপি অংশ না নিলেও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৬৫]

৩৮. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুনের[৬৬] নির্বাচনী প্রচারণায় চারবার হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬৭] জায়েদা খাতুনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ করেন, প্রশাসনের কিছু লোক তাঁর মায়ের সমর্থকদের বাড়িতে

---

[৬১] নিউ এজ, ৫ জুলাই ২০২৩;

[৬২] প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/spioca0p43

[৬৩] প্রথম আলো, ৮ জুন ২০২৩;
https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=86afe378d8&imageview=1&epedate=08/06/2023

[৬৪] যুগান্তর, ২৯ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/669420/

[৬৫] প্রথম আলো, ৬ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1tcpi278pc

[৬৬] গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত সাবেক মেয়র জাহাঙ্গির আলম মনোয়নপত্র জমা দিলেও ঋণখেলাপী হওয়ার কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলে তাঁর মা জায়েদা খাতুনকে প্রার্থী করেন।

[৬৭] মানবজমিন, ২১ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56510

গিয়ে এবং মোবাইলে ফোন করে ভয়ভীতি দেখিয়েছে।[৬৮] পুলিশ জায়েদা খাতুনের সমর্থক ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের তুলে নিয়ে যাওয়া, বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার ও বাড়িঘরে তল্লাশীসহ নানা ধরনের হয়রানী করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬৯] জায়েদা খাতুনের সমর্থক কামাল হোসেনকে গত ২০ মে রাত আনুমানিক ১১ টায় টঙ্গীর নিজ বাড়ি থেকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঢাকার তুরাগ থানায় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিস্ফোরক দ্রব্য মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। একই দিনে টঙ্গী পূর্ব থানা স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্য রাসেল এবং ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোস্তফা হায়দার কামালকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দি আছেন বলে জানা যায়।[৭০] উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৭ জুন অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। সেই সময় বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ভোট গ্রহণের আগের দিন ২৬ জুন সন্ধ্যায় শহরের ধীরাশ্রম ও সামন্তপুর এলাকা থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের ১০ জন কর্মীকে তুলে নিয়ে যায়। পরে জানা যায় যে, তাঁরা ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন।[৭১]

৩৯. গত ২৫ মে গাজীপুর সিটি করপোশেন নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে চান্দনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ভোটকেন্দ্রের গোপনকক্ষে ঢুকে জোর করে ভোট দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা ভোটারদেরকে মেয়র পদে নৌকায় ভোট দিতে বলে।[৭২]

৪০. গত ২৫ মে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন চলাকালে কালাপানি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান সুমন এবং কালাপানি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলিমুর রেজার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। তারা বেশ কয়েকটি কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী (আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী) রফিকুল ইসলামের এজেন্টদের বের করে দেয়। এছাড়া পৌরসভার মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তাদির মাওলার নেতৃত্বে একদল সরকার সমর্থক পৌরসভার বেশ কয়েকটি কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে জাল ভোট দেয়। রফিকুল ইসলাম আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৪৯টি কেন্দ্র থেকে তাঁর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নৌকা মার্কায় জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী 'বিজয়ী' হন এবং ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বাড়ি-ঘরে হামলা চালায়।[৭৩]

৪১. গত ১ জুন ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার পর আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফজলুল হকের সমর্থকরা শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী নুরুজ্জামান সরকার বকুল অভিযোগ করেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তার নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা করলে ১০ জন আহত হন।[৭৪] গত ১২ জুন তারাকান্দা উপজেলা

---

[৬৮] সমকাল, ১৯ মে ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2305173514/
[৬৯] প্রথম আলো, ২১ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/hpioirlvyv
[৭০] যুগান্তর, ২৩ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/677659/
[৭১] প্রথম আলো, ২৮ জুন ২০১৮; www.prothomalo.com/bangladesh/article/1520161/
[৭২] যুগান্তর, ২৫ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/678639/
[৭৩] যুগান্তর, ২৬ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/678797/
[৭৪] নিউ এজ, ১ জুন ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/203166/10-injured-in-pre-polls-violence-in-mymensingh

পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটগ্রহণ চলাকালে দুপুর ২টায় ফেসবুক লাইভে এসে স্বতন্ত্র প্রার্থী নুরুজ্জামান সরকার বকুল অভিযোগ করেন, তাঁর এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা। এই ব্যাপারে বারবার প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চেয়েও পাননি বলে তিনি জানান।[৭৫]

৪২. গত ১২ জুন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস অভিযোগ করেন, নির্বাচনের দিন সকাল ৭টায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডে কাজীপাড়ার সব মহিলা ভোটারদের ফিরিয়ে দেয় আওয়ামী লীগের সমর্থকরা। তাঁদের বলা হয় ভোট দেয়ার দরকার নাই।[৭৬] চহঠা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের গোপন কক্ষের পাশে দাড়িয়ে নৌকা মার্কার এক সমর্থক ভোটারদের বলেছে, নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে।[৭৭] দরগাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে হামলা চালিয়ে হাতপাখার কর্মী-সমর্থকদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় নৌকার সমর্থকরা। সাবেরা খাতুন স্কুল কেন্দ্রে নৌকার সমর্থকদের জটলার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী সৈয়দ ফয়জুল করীমের ওপর হামলা করে তাঁকে আহত করে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনেই হাতপাখার কর্মীদের ওপর হামলা করে আওয়ামী লীগের কর্মীরা।[৭৮] কাউনিয়ার ব্রাঞ্চ রোড হাফেজিয়া মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রের চার নম্বর বুথে গোপন কক্ষে ভোটার প্রবেশের পর নৌকার ব্যাজধারী এক তরুণ ইভিএমে মেয়র পদের বোতাম টিপে নৌকায় ভোট দেয়। এই তরুণকে সেখান থেকে বের করতে ব্যর্থ হন ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তারা। আছমত আলী খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম গোপন কক্ষে ঢুকে ভোটারদের নৌকায় ভোট দিতে নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় মেয়র প্রার্থী (হাতপাখা) ফয়জুল করিম প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে রফিকুল ইসলামকে ধরে নিয়ে গিয়ে অভিযোগ করলেও প্রিসাইডিং অফিসার এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেননি।[৭৯]

৪৩. গত ১২ জুন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম বিভ্রাটে অনেক ভোটার ভোট দিতে না পেরে ফিরে যান।[৮০] নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। তাঁর নির্বাচনী এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নৌকা ছাড়া অন্য প্রার্থীর সমর্থকদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নাই।[৮১] ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আবদুল আউয়াল নির্বাচন পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নাই। তিনি আরো বলেন, ইভিএমের মাধ্যমে হাতপাখায় ভোট দিলে তা নৌকায় চলে যায়। ইভিএম কারচুপি করে রাখা হয়েছিল। এই ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দিলেও নির্বাচনী কর্মকর্তারা তা আমলে নেননি।[৮২]

৪৪. গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সুন্দর আলীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল করে গোপন কক্ষে নজরদারির মাধ্যমে ভোটারদের নৌকায় ভোট দিতে বাধ্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাগেরচর মাদ্রাসা কেন্দ্রে নৌকায় ভোট না দেয়ায় চারজন ভোটারকে মারধর করে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সফিকুল ইসলাম। পরে পৌরসভা যুবলীগ নেতা শামীম মিয়া

---

[৭৫] সমকাল, ১২ জুন ২০২৩; https://samakal.com/international/article/2306177802/
[৭৬] নয়াদিগন্ত, ১২ জুন ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/barishal/754860/
[৭৭] প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/2je1zgscih
[৭৮] মানবজমিন, ১৩ জুন ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=60160
[৭৯] সমকাল, ১৩ জুন ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2306177908/
[৮০] যুগান্তর, ১৩ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/685363/
[৮১] নয়াদিগন্ত, ১২ জুন ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/754881/
[৮২] যুগান্তর, ১২ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/685192/

তার সমর্থকদের নিয়ে কেন্দ্রটি দখল করে ভোটারদের নৌকায় ভোট দিতে বাধ্য করে। কৃষ্ণপুরা এনআইবি স্বপ্নডানা একাডেমি নারী কেন্দ্রে নৌকার এজেন্ট বুথে ঢুকে ভোটারদের নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করে। এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টরা প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহানের কাছে অভিযোগ করলেও কোন কাজ হয়নি।[৮৩]

৪৫. গত ২১ জুন সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধীদল বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ এনে এই দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জন করায় একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মনোনীত দুই প্রাথী বিজয়ী হন। এরমধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে নৌকা প্রতীকের ব্যাজ পরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ভোটারদের প্রভাবিত করতে দেখা গেছে। কোন কোন বুথে নিজেরাই অন্যদের ভোট দিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে প্রিসাইডিং কর্মকর্তরা প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে পাননি। নির্বাচন কমিশনও এই ব্যাপারে নিরব থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল নির্বাচন প্রত্যাখান করেন।[৮৪] রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএমে ভোট গ্রহণে জটিলতার কারণে ভোটাররা ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন।[৮৫]

৪৬. গত ২১ জুন নারায়ণগঞ্জের গোপালদি পৌরসভার নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রগুলোতে প্রভাব বিস্তার, মারধর করে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া এবং গোপনকক্ষে নজরদারীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী বিজয়ী হন।[৮৬]

নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

গুম

৪৭. রাজনৈতিক আন্দোলন দমন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠ রোধ করতে সরকার গুমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। গুমের ক্ষেত্রে সাধারণত পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং ভিকটিম পরিবারকে হয়রানি করতে থাকে। এই সময়ে কোন কোন ব্যক্তিকে গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং অনেককে আবার গুম করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে গুমের শিকার হওয়া বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ ভারতের মেঘালয়া কারাগারে বন্দী থাকার পর সম্প্রতি জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলে'র সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি অভিযোগ করেন যে, অস্ত্রের মুখে তাঁকে হাতকড়া লাগিয়ে, চোখ বেঁধে ঢাকায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। এরপর নিজেকে ভারতে আবিষ্কার করার আগে তিনি ৬১ দিন একটি গোপন জায়গায় বন্দি ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁকে গুম করার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৮৭] গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণার ফলে বর্তমানে গুম করার পর ভিকটিমদের দীর্ঘসময় ধরে

---

[৮৩] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1364fabf091&imageview=1&epedate=13/06/2023

[৮৪] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/688762/

[৮৫] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/688761/

[৮৬] প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cq22m4gzy6

[৮৭] যুগান্তর, ৭ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/politics/683293/ নিউ এজ, ১৩ জুন ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/204102/bnp-leader-salahuddin-gets-travel-pass

অজ্ঞাত জায়গায় আটকে রাখার প্রবণতা কমে এসেছে। গুমের ঘটনা প্রমাণিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত এটা অস্বীকার করে সত্য গোপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলো নজরদারি, হয়রানি ও হুমকির মধ্যে রয়েছেন। উল্লেখ্য, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের' (War on terror) নামে 'ইসলামি জংগী' পরিচয়ে কোন কোন ব্যক্তিকে গুম করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর পুরো পরিবারসহ তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৮. গত ৯ এপ্রিল ঢাকার হাতিরঝিল থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী অপু ইস্কাটনের নিজ বাসার পাশে এক আত্মীয়ের বাসায় ইফতারের দাওয়াতে যান। সেখানে মাগরিবের নামাজের পর একটি ফোন পেয়ে সেই বাসা থেকে বের হবার পর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১০ এপ্রিল অপুর পরিবার প্রথমে হাতিরঝিল এবং পরে বাড্ডা থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। অপুর পরিবারের সদস্যরা গোয়েন্দা পুলিশ এবং র‍্যাব কার্যালয়ে খোঁজ করে অপুর কোন সন্ধান পাননি।[৮৮] এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, সাদাপোশাকধারী লোকেরা অপুকে ৯ এপ্রিল তুলে নিয়ে যায় এবং গত ১২ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় গত ১৪ এপ্রিল গ্রেফতার দেখানোর আগ পর্যন্ত তাঁর অবস্থান ছিল অজ্ঞাত।[৮৯]

৪৯. গত ৩০ এপ্রিল মাদ্রাসা শিক্ষক মোহাম্মদ ইকরামুল হক মিলন (ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন) পরিবারসহ গুমের শিকার হন। পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা মতে, গত ৩০ এপ্রিল বিকেল আনুমানিক ৪:৩০ টায় মিলন তাঁর স্ত্রী দেওয়ান ফারিয়া আফরিন আনিকা এবং তাঁদের ৬ মাস বয়সি শিশু সন্তান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আক্বীলকে নিয়ে ময়মনসিংহ সদরের সানকিপাড়ার এসএ সরকার রোডে অবস্থিত শ্বশুরের বাসায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। রিক্সায় করে যাওয়ার পথে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ময়মনসিংহ শহরের সানকিপাড়া নয়নমনি মার্কেটের সামনে পৌঁছালে পুলিশ লেখা স্টিকার লাগানো একটি হায়েস মাইক্রোবাস তাঁদের রিক্সার গতিরোধ করে। এরপর ঐ মাইক্রোবাস থেকে সাদা পোশাকধারী দুইজন পুরুষ ও একজন নারী নেমে ইকরামুল হক মিলন ও তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের খুঁজতে সানকিপাড়া নয়নমনি মার্কেটের সামনে গেলে লোকজন জানান, পুলিশ পরিচয়ের কিছু লোক তাঁদের তুলে নিয়ে গেছে। এরপর রাতেই ময়মনসিংহ কোতোয়ালী মডেল থানায় বিষয়টি অবগত করে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলে অফিসার ইনচার্জ শাহ কামাল আকন্দ তাঁদের জিডি গ্রহণ করেননি। ঘটনার পর তাঁরা পুলিশ, ডিবি, র‍্যাবসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের খোঁজ করেন। কিন্তু কোন সংস্থাই তাঁদের গ্রেফতারের ব্যাপারটি স্বীকার করেননি। গুম করার এক মাস পর গত ৩০ মে মোহাম্মদ ইকরামুল হক মিলন ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে আল-কায়েদার বাংলাদেশি শাখা আনসার আল ইসলামের সদস্য হিসেবে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট গ্রেফতার দেখায়। গত ৩১ মে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কারণ উল্লেখ করে ঢাকার সবুজবাগ থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে মিলন এবং তাঁর স্ত্রী আনিকা কারাগারে বন্দি আছেন।[৯০]

---

[৮৮] সমকাল, ১২ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/beauty/article/2304167478/

[৮৯] নিউ এইজ, ২৬ এপ্রিল ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/200247/

[৯০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন; ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/couple-baby-forcibly-disappeared-3360251

৫০.গত ৫ মে ২০২৩ রাত ১০:৪৫ টায়, পাঁচ-সাতজন সাদাপোশাক পরিহিত লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচিয় দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর হাতিরঝিল পশ্চিম থানা শাখার আমির (সভাপতি) ইউসুফ আলী মোল্লাকে ঢাকার মগবাজারে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ইউসুফ আলীর স্ত্রী স্বামীর খোঁজে হাতিরঝিল থানায় গেলে পুলিশ ইউসুফকে গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করে।[৯১] গুম হওয়ার দুই দিন পর গত ৭ মে ইউসুফ আলী মোল্লাকে ঢাকার একটি আদালতে হাজির করা হয়।[৯২]

৫১. রাজশাহী জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক এসএম সালাউদ্দিন আহমেদ শামীমকে ঢাকার কদমতলি এলাকায় তাঁর ফুফাতো বোনের বাসা থেকে ২২ মে বিকেল ৩ টায় আনুমানিক ২০ জন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। শামীমের মা শামসুন্নাহার বলেন, তাঁর ছেলে গত ২১ মে ঢাকায় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাসায় উঠে। ২২ মে তিনি জানতে পারেন তাঁর ছেলেকে ডিবি পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। গত ২৪ মে কদমতলি থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ জিডি না নিয়ে তাঁদের থানা থেকে বের করে দেয়। শামীমের চাচা টিপু সুলতান জানান, ২২ মে বিকেল ৩টার পর থেকে শামীমের মোবাইল ফোনে বার বার কল দিলে একপর্যায়ে শামীমের ফোন রিসিভ করে এক ব্যক্তি ঢাকা ডিবি অফিস থেকে বলছি বলে জানান যে, শামীমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে তাঁরা কয়েকদিন ধরে ঢাকার বিভিন্ন থানা, ডিবি অফিস, র‍্যাব অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় শামীমের খোঁজ করেন। কিন্তু কোন সংস্থাই শামীমের আটকের বিষয়টি স্বীকার করেনি। ঢাকায় জিডি করতে না পেরে তাঁরা ২৫ মে রাজশাহীর বাঘা থানায় জিডি করতে গেলে তারা বলে, এটা ঢাকার ঘটনা, এখানে জিডি করতে হলে নিখোঁজ হিসেবে জিডি করতে হবে। পরে বাধ্য হয়ে তাঁরা নিখোঁজ হিসেবে জিডি করেন। গত ২৭ মে শামীমকে ঢাকার আদালতে হাজির করা হয়। শামীমের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ঢাকার পল্টন থানায় দায়ের করা নাশকতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।[৯৩]

৫২. গত ৮ জুন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টায় খুলনার তেরখাদা উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদ সভাপতি সাইফুল ইসলামকে সাদা পোষাকধারী ৮/১০ জন ব্যক্তি তেরখাদা হাড়িখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ থেকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। এই সময় সাইফুলের বড় ভাই বায়োজিদ শেখসহ স্থানীয় লোকজন ঐ মাইক্রোবাসের সঙ্গে থাকা একটি মটরবাইকে তেরখাদা থানার এসআই অনুপ কুমারকে দেখতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা তেরখাদা থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ এ বিষয়ে কিছু জানে না বলে জানান। পরে এসআই অনুপ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সদস্যরা সাইফুলকে নিয়ে গেছে। এরপর ৯ জুন সাইফুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা তাঁর খোঁজ নিতে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে যান। কিন্তু পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের জানান, সাইফুল ইসলাম নামে কাউকে তারা গ্রেফতার করেনি। সাইফুলের বড় ভাই বাইজিদ শেখ *অধিকারকে* জানান, গত ১০ জুন ঢাকা থেকে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ফোনে বলেন যে, সাইফুলকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলায় রমনা থানায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[৯৪]

৫৩. গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ[৯৫] চলাকালে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা বিভিন্নভাবে ভয়ভীত দেখায় এবং হয়রানি করে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৭ মে রাজশাহীর ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স (এনএসআই) এর ফিল্ড অফিসার আমিনুল ইসলাম রাজশাহী জেলার

[৯১] নয়া দিগন্ত, ৬ মে ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/745783/

[৯২] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[৯৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৯৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৯৫] প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহটি গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হয়।

বাগমারা এলাকা থেকে গুম হওয়া আবদুল কুদ্দস প্রামানিকের স্ত্রী জামিলা আক্তারকে ফোন করে বিভিন্ন তথ্য জানতে চায়। একই ব্যক্তি বাগমারার অপর গুমের শিকার মুরশিদুল ইসলাম এর ছেলে সাইফুল ইসলাম সাগরকে ৩০ মে ও ৩১ মে ফোন করে তাঁকে রাজশাহী এনএসআই কার্যালয়ে যেতে বলেন। আমিনুল ইসলাম গুমের শিকার মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দসের ছোট বোন পারভিন নেছাকেও ৩০ মে ফোন করে কুদ্দুসের ব্যাপারে তথ্য জানতে চায়। গত ১ জুন এনএসআই কর্মকর্তা বাগমারায় গিয়ে গুম হওয়া এই তিন পরিবারের সদস্যদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে।[৯৬]

৫৪. গত ২৯ মে রাত ১১.৫০ মিঃ পল্লবী থানার এস আই সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে দুইজন পুলিশ সদস্য গুম হওয়া পল্লবী থানা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুর আলমের বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রী রিনা বেগম ও ছেলে আল আমিন আলম প্লাবনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর ৩০ মে এসআই সাইফুল ইসলাম গোয়েন্দা পুলিশের ১০/১২ জন সদস্যকে নিয়ে আবার নুর আলমের বাসায় যায়। এই সময় তারা নুর আলমের পরিবারের সব সদস্যর জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ করে। এরপর প্লাবনকে সঙ্গে নিয়ে এসআই সাইফুল ইসলামসহ গোয়েন্দা পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা প্লাবনের চাচা ও চাচাতো ভাইদের বাসায় গিয়ে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে। গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা প্লাবন ও তাঁর মেজো ভাই রুবেল আলমের মুঠোফোন তল্লাশী করে বিভিন্ন মেসেজ, ছবি ও কললিস্ট পর্যবেক্ষন করে।[৯৭]

৫৫.গত ১৮ জুন লক্ষ্মীপুর জেলার দত্তপাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশের এসআই সেলিম রেজা গুম হওয়া আলমগীর হোসেনের বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রী তসলিমা বেগমের কাছে তাঁর স্বামীর মৃত্যুসনদ চায়। অথচ তসলিমা বেগম ৯ বছর ধরে তাঁর গুম হওয়া স্বামীর খোঁজ করছেন।[৯৮]

৫৬. উল্লেখ্য, গুমের শিকার পরিবারগুলো এর আগে বহুবার পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সমস্ত তথ্য প্রদান করলেও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা বারে বারে তথ্য চাওয়ার নামে পরিবারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং বলছে যে, ভিকটিম পরিবারগুলোই তাঁদের স্বজনদের লুকিয়ে রেখেছে। আইনপ্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের এই ধরনের আচরণে ভিকটিম পরিবারগুলো মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন।

৫৭. **২০২৩ সালের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে ০৮ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ০৪ জন পুলিশ, ০৩ জন ডিবি পুলিশ এবং ০১ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গুম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। গুম হয়ে যাওয়া ০৮ জনকেই পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হয়েছে।**

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৫৮. এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে 'ক্রসফায়ার' এবং 'বন্দুকযুদ্ধের' ঘটনা ঘটেছে এবং নির্যাতন করে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্পে আর্মর্ড পুলিশ ব্যাটিলিয়ানের (এপিবিএন) সঙ্গে 'আরসা'র সংঘর্ষে ৪ জন রোহিঙ্গা শরনার্থী (আরসার সদস্য বলে অভিযোগ করা হচ্ছে) নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে। এপিবিএন এর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, নির্বিচারে গ্রেফতারসহ হয়রানীর অভিযোগ রয়েছে।[৯৯]

---

[৯৬] নিউএইজ, ২৭ জুন ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/205347/repeated-visits-by-police-nag-families
[৯৭] নিউএইজ ২৭ জুন ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/205347/repeated-visits-by-police-nag-families
[৯৮] নিউ এজ, ২৭ জুন ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/205347/repeated-visits-by-police-nag-families
[৯৯] https://www.hrw.org/news/2023/01/17/bangladesh-rampant-police-abuse-rohingya-refugees

৫৯.গত ৩ জুন কুড়িগ্রাম কারাগারে বন্দি একরামুল হোসেন এরশাদ (৩৫) পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একরামুলের পরিবারের অভিযোগ, গ্রেফতারের সময় একরামুল সুস্থ ছিলেন এবং ৩১ মে গ্রেফতারের পর ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে। দাবি করা ঐ টাকা দিতে না পারায় গ্রেফতারের রাতে একরামুলের ওপর পুলিশ নির্যাতন চালায় এবং এর ফলে একরামুল মারা যান। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারের জেলার আবু ছায়েম বলেন, থানা থেকে কারাগারে পাঠানোর সময় একরামুলের সঙ্গে থাকা ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসাপত্রে লেখা ছিল শারীরিক নির্যাতন।[১০০]

৬০.গত ৫ জুন ঢাকার বাউনিয়া এলাকায় ফাতেমা আক্তার (৩৩) নামে এক গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতারের পাশাপাশি আলালউদ্দিন নামে ঐ বাসার দারোয়ানকে ৬ জুন গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। গোয়েন্দা পুলিশ আলালউদ্দিন সম্পর্কে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কিছুই জানায়নি। আটকের ১০ দিন পর গত ১৬ জুন রাত আনুমানিক ১০ টায় হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে আলালউদ্দিনের পরিবারকে ফোন করে জানানো হয় আলালউদ্দিন মারা গেছেন। এই খবর পেয়ে আলালউদ্দিনের পরিবার হাসপাতালে গেলে তাঁদের লাশ দেখতে দেয়া হয়নি। নিহত আলালউদ্দিনের স্ত্রী পারভিন আক্তারের অভিযোগ, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণে আলালউদ্দিন মারাত্মক আহত হন এবং এর ফলে মারা যান।[১০১]

ভিকটিম আলাল উদ্দিনের ছবি। প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০২৩

৬১.২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ০২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ০১ জন পুলিশ, ০১ জন ডিবি পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু

৬২.রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করছে। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অনেক সদস্যই মানবাধিকার লংঘন এবং আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। দেশে ব্যাপকভাবে

[১০০] প্রথম আলো, ৪ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/onrhohchws

[১০১] প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/f1b4nwf7j7

নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটলেও তার খুব সামন্যই জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং জোরপূর্বক আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়। এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, মাদক দ্রব্য দিয়ে মামলা করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[১০২], ঘুষ গ্রহণ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও ধর্ষণ মামলার অভিযুক্তকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া সহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া গুমের শিকার ব্যক্তিরাও নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শিকার হন।

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ

৬৩. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় দায়মুক্তির কারণে নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। নির্যাতন বা মর্যাদাহানিকর আচরণের শিকার ব্যক্তি এই আইনে সাধারণত থানায় অভিযোগ দায়ের করতে না পেরে আদালতে মামলা করেন। আদালত মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব দেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে। ফলে এই তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬৪. চট্টগ্রামে ডায়ালাইসিসের খরচ বাড়ানোর প্রতিবাদ করতে যেয়ে পাঁচশাইল থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ মুস্তাকিম নামে এক যুবক গত ২০ ফেব্রুয়ারি নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন এ চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ বেগম জেবুননেসার আদালতে মামলা করেন। আদালত ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) কে নির্দেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ খালেদ গত ১৫ মে আদালতে মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে মামলার অভিযুক্ত পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন মজুমদার ও এএসআই আব্দুল আজিজকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়।[১০৩]

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ফি বাড়ানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিতন্ডতায় জড়ান মোহাম্মদ মুস্তাকিম। ছবি: প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৩

[১০২] যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/667562/

[১০৩] প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/nrc7r252eh

পুলিশের করা মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন মোহাম্মদ মুস্তাকিম। পাঁচ দিন পর জামিনে মুক্ত হয়ে পায়ের এই আঘাতের চিহ্ন দেখান তিনি। ছবি: প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৩

৬৫. গত ২৫ এপ্রিল সকালে রাজবাড়ী জেলার খানখানাপুর থানা পুলিশ আলমগীর মিজি (৪৫) নামে এক ট্রাক চালকের সহকারীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেলে সন্ধ্যায় পুলিশ হেফাজতে তিনি মারা যান।[১০৪]

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬৬. এপ্রিল-জুন এই তিনমাসে সরকারবিরোধী আন্দোলন করার কারণে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবী মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপি নেতা-কর্মীরা তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত নাশকতার বানোয়াট মামলায় উচ্চ আদালত থেকে অর্ন্তবর্তীকালিন জামিন নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী নিম্ন আদালতে হাজির হলে তাঁদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করার ঘটনা ঘটেছে।[১০৫] সাধারণত কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি থাকে, তারপর এই ধরনের রাজনৈতিক গ্রেফতারের কারণে কারাগারে বন্দি সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় কারা কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে তাঁদের বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১০৬] সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কারাগার থেকে মুক্তি না পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত ২৯ মে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করার পরও অতিরিক্ত সাড়ে সাত বছর জেলে থাকার ঘটনায় শরীয়তপুরের আলাউদ্দিন গাজীকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে হাজির করার নির্দেশনা চেয়ে এবং সাজা শেষ হওয়ার পরও তাঁর আটকাদেশ কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রিট করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিভূতি তরফদার। এতে স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজি প্রিজন্স এবং বরিশাল কারাগারের জেলারকে বিবাদী করা হয়েছে।[১০৭]

---

[১০৪] প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/uknyoyifmv

[১০৫] প্রথম আলো, ৯ মে ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=951d28656d&imageview=1&epedate=09/05/2023

[১০৬] যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/politics/667434/

[১০৭] সমকাল, ৩০ মে ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-05-30/6/10068

৬৭. দেশের কারাগারগুলোতে কারাবন্দিদের ওপর নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া কারাগারগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এছাড়া চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারাকর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। কারাগারে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

৬৮. কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি রুনা লায়লার (৩৮) ওপর নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জামিনে বেরিয়ে এসে রুনা লায়লা অভিযোগ করেন, গত ১৯ জুন কারাভ্যন্তরে প্রধান কারারক্ষী শামীমা, মেট্রন (সুবেদার) ফাতেমা, কারারক্ষী হাফিজা ও সাহিদা এবং সাবেক যুব মহিলা লীগ নেত্রী কয়েদী শামীমা নূর পাপিয়াসহ কয়েকজন নারী কারাবন্দি তাঁকে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে ফেলে রাখে। কারামুক্তির পর গুরুতর আহত রুনা লায়লাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১০৮]

হাসপাতালে ভর্তি রুনা লায়লা। ছবি: সমকাল ২৭ জুন ২০২৩

৬৯. এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ৩২ ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জন ব্যক্তি 'অসুস্থতাজনিত' কারণে এবং ০১ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুদণ্ডের বিধান

৭০. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাধ্যমে গৃহীত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে।[১০৯] মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিকল্প সাজা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আপিল শুনানীর ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। বিচার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের কনডেমড সেলে রাখা অযৌক্তিক এবং মানবাধিকারের লংঘন। গত ২ এপ্রিল যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর[১১০] একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে

[১০৮] যুগান্তর, ২৭ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/690741/

[১০৯] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/688772/

[১১০] যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তির বিধান বিষয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ (ক) ধারায় বলা হয়েছে- 'মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন। যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/national/661392/

রুল জারি করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মাহমুদুল হক ও বিচারপতি মাহমুদ হাসান তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।[১১১]

৭১. চলতি বছরের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে নিম্ন আদালত কর্তৃক ১১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৭২. অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর সাধারণ মানুষের অনাস্থার কারণে সাধারণ মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ায় গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটছে । এর সবচেয়ে বিপদজনক দিকটি হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদেরকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করার জন্য সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করার সম্ভবনা।

৭৩. গত ২ এপ্রিল খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার কালাপানি স্কুলপাড়া এলাকায় 'চাঁদাবাজির' অভিযোগে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ প্রসতি খীসা গ্রুপ) এর কর্মী মারমা প্রকাশ উষা (২৫) কে আটক করে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়। ইউপিডিএফ জানিয়েছে মারমা প্রকাশ সাংগঠনিক কাজে ওই এলাকায় গেলে একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে। [১১২]

৭৪. গত ৩ মে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জে পান চুরির সন্দেহে সূর্যমান (৬২) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে গণপিটুনী দেয়া হলে ৪ মে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। [১১৩]

৭৫. ২০২৩ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৭৬. এই সময়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ রোধে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও সাজা দেয়াসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালিয়েছে। জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলের একটি বিশেষ তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার দেয়া নাফিজ মোহাম্মদ আলমকে গত ৯ এপ্রিল বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে ভাটারা থানা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার দেখায়। গত ৩ এপ্রিল ডয়চে ভেলে 'ডেথ স্কোয়াড': র‍্যাবের ভেতরের কথা' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে। এই তথ্যচিত্রে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক সংগঠিত বিচারববির্ভূত হত্যাকান্ড এবং গুমের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই তথ্যচিত্রে একজন ভিকটিম হিসেবে সাক্ষাৎকার দেন নাফিজ মোহাম্মদ আলম।[১১৪]

৭৭. গত ১৬ জুন সিরাজগঞ্জে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় জেলা বিএনপি'র সহ-সম্পাদক রাশিদুল হাসান রঞ্জন প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীনদলকে উদ্দেশ্য করে শ্লোগান দেন। এই শ্লোগানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে বলে সিরাজগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ বিন আহমেদ বাদী হয়ে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ এ রাশিদুল হাসান রঞ্জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে পুলিশ রঞ্জনকে গ্রেফতার করে।[১১৫]

---

[১১১] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/national/661392/
[১১২] সমকাল, ৩ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/sahos/article/2304165709/
[১১৩] মানবজমিন, ৫ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=53919
[১১৪] প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/5cvgpjlhlt
[১১৫] প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ieio7kkrq0

গ্রেফতারকৃত বিএনপি নেতা রাশিদুল হাসানকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। ছবি: প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২৩

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

৭৮.এই সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতাদের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট বা শেয়ার দেয়ার কারণে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। জনসভায় বক্তব্য দেয়ার কারণেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই আইনে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে ৪০ শতাংশ মামলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর পরিবার, মন্ত্রী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীর নামে কটূক্তির অভিযোগে।[১১৬]

৭৯.বেসরকারী সংস্থা দৃক জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় কমপক্ষে ৬৮ জন শিশু-কিশোরের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের অধিকাংশের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছর।[১১৭] গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা ১,২৯৫ মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। এই আইনে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে। আসামী হওয়া রাজনীতিকের সংখ্যা ৪০৩ জন এবং সাংবাদিকের সংখ্যা ৩৫৫ জন।[১১৮] জামিন পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দি থাকছেন। ইউটিউব চ্যানেলে একটি আলোচনায় সঞ্চালনা করার কারনে অনলাইনে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রচার ও দেশের 'ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' হওয়ার অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ খাদিজাতুল

[১১৬] সমকাল, ৪ মে ২০২৩; https://samakal.com/capital/article/2305170680/
[১১৭] সমকাল, ৪ মে ২০২৩; https://samakal.com/capital/article/2305170680/
[১১৮] প্রথম আলো, ১ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/25gmp6eun3

কুবরাকে জামিন দিলেও চেম্বার বিচারপতি ওই আদেশ স্থগিত করলে তিনি মুক্তি পাননি। বন্দি অবস্থায় খাদিজাতুল কুবরা কিডনী জটিলতায় ভুগছেন।[১১৯]

৮০.গত ২৯ মে জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার (চরম দারিদ্র ও মানবাধিকার বিষয়ক) অলিভিয়ের ডি শ্যুটার বাংলাদেশে ১২ দিন সফরশেষে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গুণগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আইনটি স্থগিত রাখার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার চর্চা করার কারণে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষকদের এই আইনের আওতায় আটক করা হয়েছে।[১২০]

৮১.গত ২২ মে রাতে পুলিশ গাইবান্ধা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান তারেক, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ইমাম হোসেন দুলাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মিরাজুজ্জামান, সদর থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইমাম হাসান আলাল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম এবং যুবদল নেতা মোহাম্মদ কেনান হক্কানিকে গ্রেফতার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে অপপ্রচার, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতিতে আঘাত, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা এবং সহায়তার অপরাধে গ্রেফতারকৃত ৬ জনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০০-২৫০ জনকে আসামী করে গত ২৩ মে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গাইবান্ধা সদর থানায় মামলা দায়ের করে এসআই মোহাম্মদ গোলাম আজম।[১২১] ২৫ মে পুলিশ এই মামলায় যুবদল নেতা মাসুদ আখন্দকে এবং ২৬ মে যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম রতনকে গ্রেফতার করে।[১২২] গত ২৭ মে গাইবান্ধায় বিএনপির সমাবেশে যোগ দিতে আসা ১৯ নেতা-কর্মীকে পুলিশ শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেফতার করে।[১২৩] গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৫ জন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীকে গত ২৩ মে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।[১২৪]

৮২.গত ২৭ মে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহমানকে পুলিশ ঢাকার পল্টন এলাকার এক হোটেল থেকে গ্রেফতার করে। গত ২৫ মে সেনবাগে স্বেচ্ছাসেবকদলের এক সভায় আব্দুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সেনবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন। পরবর্তীতে আরো তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুর রহমানের ছেলে নাজমুল হাসান হৃদয়ও।[১২৫]

৮৩. রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনের গোপালগঞ্জ সফর নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ইছমাইল মোল্লাকে পুলিশ গত ২৭ মে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এসআই রাসেল আহমেদ মামলা দায়ের করেছেন।[১২৬]

---

[১১৯] প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/vwgk1hl88f

[১২০] প্রথম আলো, ৩০ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/s2dbfdogbt

[১২১] সমকাল, ২৩ মে ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2305174215/

[১২২] অধিকার এর তথ্য সংগ্রহ

[১২৩] সমকাল, ২৭ মে ২০২৩; https://samakal.com/golf/article/2305174926/

[১২৪] অধিকার এর তথ্য সংগ্রহ

[১২৫] ডেইলি স্টার, ২৯ মে ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/noakhali-bnp-leader-arrested-over-derogatory-remark-pm-3331931,ঢাকা পোস্ট, ৪ জুন ২০২৩:https://www.dhakapost.com/country/198850

[১২৬] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

৮৪.এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাত দেয়ার অভিযোগেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সাজা দেয়া অব্যাহত আছে।

৮৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে ঢাকার বদরুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থী ইশরাত জাহান রিলি বেগমকে গত ১০ মে দুই বছর সাত মাস সাজা দেন ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ। ২০২০ সালের ৬ নভেম্বর র‍্যাবের হাতে এই শিক্ষার্থী গ্রেফতার হন এবং দুই বছর সাত মাস জামিন না পেয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।[১২৭]

৮৬. **২০২২ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ২১ জন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য, সরকারবিরোধী সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়েছে।**

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৮৭.ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ এবং হামলা ও হুমকির কারণে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করছেন। এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে। গত ৩ মে বিশ্ব গণমাধ্যম দিবসে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) এর প্রকাশিত ২০২৩ সালের বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩ তম। ২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২ তম এবং ২০২২ সালের সূচকে ১০ ধাপ অবনমন হয়ে অবস্থান ছিল ১৬২ তম।[১২৮]

৮৮. সংবাদ প্রকাশের জের ধরে গত ৪ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে বাংলা টিভির প্রতিনিধি সোহেল কিরণকে কুপিয়ে জখম করে রূপগঞ্জ পৌরসভা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল কলির সমর্থকরা।[১২৯]

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত সোহেল কিরণ ছবি: মানবজমিন, ৫ এপ্রিল ২০২৩

৮৯. গত ৮ এপ্রিল রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে বিএনপির কেন্দ্রঘোষিত অবস্থান কর্মসূচীতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হামলার ছবি তুলতে গেলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালালে

[১২৭] ঢাকা ট্রিবিউন, ১১ মে ২০২৩; https://www.dhakatribune.com/court/2023/05/11/woman-in-dhaka-jailed-for-hurting-religious-sentiment

[১২৮] প্রথম আলো, ৩ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/4hdl6zatld

[১২৯] মানবজমিন, ৫ এপ্রিল ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=49879

বাংলা ট্রিবিউনের মইনুল হক মৃধা এবং দৈনিক ইনকিলাবের মোজাম্মেল হক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।[১৩০]

৯০. খবর প্রকাশের কারণে গত ৪ মে সুনামগঞ্জে যমুনা টিভির সাংবাদিক আমিনুল ইসলামের ওপর ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে[১৩১] এবং সংবাদ প্রকাশের কারণে ৪ মে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলাম আজহারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত প্রেসক্লাবে হামলার চেষ্টা করে ও তালা ঝুলিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়।[১৩২]

৯১. সংবাদ প্রকাশের কারণে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা মানবজমিন প্রতিনিধি গোলাম রব্বানীকে আওয়ামী লীগ নেতা মাহমুদুল আলম বাবুর নির্দেশে হত্যা করা হয়। গত ১৪ জুন রাত আনুমানিক ১০ টায় গোলাম রব্বানী মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। এই সময় পাটহাটি মোড়ে তাঁর মোটরসাইকেল থামিয়ে একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে টেনে হিঁচড়ে টিঅ্যান্ডটি সড়কের অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকে অবস্থান করা ১৫/২০ জন দুর্বৃত্ত সাধুরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুর নির্দেশে গোলাম রব্বানীকে নৃশংসভাবে পেটাতে থাকে। পেটানোর এক পর্যায়ে মাহমুদুল আলম বাবুর ছেলে ফাহিম ফয়সাল গোলাম রাব্বানীকে ইট দিয়ে আঘাত করে।[১৩৩] গুরুতর আহতবস্থায় গোলাম রাব্বানীকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গত ১৫ জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।[১৩৪]

নিহত সাংবাদিক গোলাম রব্বানী। ছবি: মানবজমিন ১৫ জুন ২০২৩

৯২. খুলনা নগরীতে জুয়া, মাদক ও আবাসিক হোটেলে অবৈধ কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন ছাপানোর কারণে গত ২০ জুন একদল দুর্বৃত্ত স্থানীয় দৈনিক দেশ সংযোগ পত্রিকা কার্যালয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়ে ভাঙচুর করে এবং পত্রিকার সম্পাদককে হত্যার হুমকি দেয়।[১৩৫]

৯৩. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০১ জন সাংবাদিক নিহত, ৩৫ জন আহত, ১৩ জন লাঞ্ছিত, ১০ জন আক্রমনের শিকার, ১০ জন হুমকি এবং ১৩ জন সাংবাদিক মামলার সম্মুখিন হয়েছেন।**

[১৩০] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nmc6c5ambi
[১৩১] যুগান্তর, ৪ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/671256/
[১৩২] সমকাল, ৪ মে ২০২৩; https://www.samakal.com/sahitto-o-sangskriti/article/2305170809/
[১৩৩] প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5aqkncwytl
[১৩৪] মানবজমিন, ১৫ জুন ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=60559
[১৩৫] সমকাল, ২১ জুন ২০২৩; https://samakal.com/international/article/2306179368/

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৯৪. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র এবং এর মাধ্যমে মালিক পক্ষ বিপুল সম্পদের মালিক হলেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। বরং শ্রমিকরা বিভিন্ন ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। সরকার এবং মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বেতন-ভাতা, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত না করে তাঁদের অধিকার হরণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানা মালিকরা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিদের দিয়ে ভুয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়েছে। গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স ২০২৩ অনুযায়ী ইনডেক্স অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের ১০টি খারাপ দেশের মধ্যে একটি দেশ।[১৩৬] এই তিন মাসেও শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া[১৩৭] ও সেই সঙ্গে সঠিক সময়ে বেতন প্রদান না করার ঘটনায়[১৩৮] শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং একজন শ্রমিক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

৯৫. গত ২৩ মে ঢাকার আশুলিয়ায় ফ্যাশন ফোরাম নামে এক পোশাক শিল্পের কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলে এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। এই সময় পুলিশের লাঠিচার্জের কারণে ১০ জন শ্রমিক আহত হন।[১৩৯]

৯৬. গত ২৫ জুন গাজীপুরের টঙ্গি এলাকায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গাজীপুর ইউনিটের সভাপতি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম তাঁর দুই সহকর্মীকে নিয়ে ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা আদায়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডে যান। কিন্তু মালিকপক্ষ তাঁদের দাবি না মানলে শহিদুল ও তাঁর সহকর্মীরা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে মালিক পক্ষের সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হলে শহিদুল ও তাঁর সহকর্মীদের ওপর হামলা করে। ফলে শহিদুল নিহত হন। শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষের যোগসাজশেই শহিদুলকে হত্যা করা হয়েছে এবং পুলিশ মামলাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা চেষ্টা করছে।[১৪০]

নিহত শ্রমিক নেতা বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গাজীপুর ইউনিটের সভাপতি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। ছবি: দি গার্ডিয়ান, ২৮ জুন ২০২৩

[১৩৬] ডেইলি স্টার, ৩ জুলাই ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/rights/news/labour-rights-situation-bangladesh-listed-among-10-worst-countries-3062171

[১৩৭] ডেইলি স্টার, ২৩ মে ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/13-hurt-rmg-workers-clash-police-ashulia-3327366

[১৩৮] যুগান্তর, ১৫ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/674686/

[১৩৯] যুগান্তর, ২৪ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/678223/

[১৪০] দি গার্ডিয়ান, ২৮ জুন ২০২৩; https://www.theguardian.com/global-development/2023/jun/28/shahidul-islam-bangladeshi-labour-leader-shahidul-islam-beaten-to-death-wages-dispute

৯৭.এই শিল্পের সঙ্গে জাড়িত নারী শ্রমিকরাও প্রতিনিয়ত বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন ও সহিংতার শিকার হচ্ছেন। এই সময়ে একজন নারী শ্রমিক কারখানার মালিক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কারখানার মালিক মোহাম্মদ আমিনুল হককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[১৪১]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৯৮. এপ্রিল-জুন সময়ে নারী ও মেয়ে শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এই তিন মাসে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ছিল।

ধর্ষণ

৯৯.এই সময়ে সব বয়সী নারী ও শিশুরা ধর্ষণ এবং দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার অনেক নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং ধর্ষণের শিকার হয়ে নারী আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়ে ধর্ষণ মামলার আসামীকে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।[১৪২] এছাড়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের ঘটনা সালিশ বৈঠক করে ধামাচাপা দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে।[১৪৩]

১০০.গত ১৪ মে গভীর রাতে টাঙ্গাইলের বাসাইল পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি সাকিব মিয়া এক নববধূকে ধর্ষণ করে। নববধূর চিৎকারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে সাকিবকে আটক করলে সাকিবের সহযোগীরা অস্ত্র হাতে ঘটনাস্থলে এসে সাকিবকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা বাইরে জানাজানি হলে নববধূ ও তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এই ঘটনায় নববধূ ও তাঁর স্বামী বাসাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ না করায় তাঁরা জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন।[১৪৪]

উত্যক্তকরণ/যৌন হয়রানি

১০১.স্কুল ও শিক্ষকদের কাছে পড়তে যাওয়ার বা আসার পথে এবং কোন কারণে ঘরের বাইরে বের হলে মেয়েরা বখাটে কর্তৃক উত্ত্যক্তের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া নারী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীরাও প্রতিনিয়ত গণপরিবহন ও পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। দুর্বৃত্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে, বিনোদন কেন্দ্রে, পাবলিক প্লেসে ও মার্কেট-সংলগ্ন এলাকায় দলগতভাবে বিভিন্ন বয়সী নারী-তরুণী-কিশোরীদের যৌন হয়রানি করছে। এরমধ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে ক্ষমতাসীনদলের ছত্রছায়ায় বখাটে কিশোরদের নিয়ে অপরাধীচক্র কিশোরগ্যাং গড়ে উঠেছে। কিশোরগ্যাং এর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নারীদের উত্যক্তকরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৪৫]

১০২.দিনাজপুরের বীরগঞ্জে এক স্কুলছাত্রীকে হৃদয় ইসলাম বাবু নামে এক বখাটে যুবক উত্ত্যক্ত করলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এর প্রতিবাদ করেন। এই কারণে গত ২৬ এপ্রিল হৃদয় ইসলাম বাবুর নেতৃত্বে একদল

[১৪১] সমকাল, ১১ এপ্রিল ২০২৩; https://samakal.com/opinion/article/2304167272/
[১৪২] মানবজমিন, ১৩ এপ্রিল ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=51027
[১৪৩] যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/666212/
[১৪৪] মানবজমিন, ১৬ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=55810
[১৪৫] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/n8s4dv18lx

দুর্বৃত্ত স্কুল ছাত্রীর বাড়িতে হামলা করে তাঁর বাবা-মাকে আহত করে এবং পেট্রোল ঢেলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।[১৪৬]

১০৩. গত ১০ মে ঢাকার চানখাঁরপুলে স্ত্রীকে যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় পলিন নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে আবদুল্লাহ ও ফয়সাল নামে দুই বখাটে যুবক।[১৪৭]

১০৪. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সায়দাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইদুল ইসলাম রাজার ভাতিজা সবুজ খান নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী জুথি খাতুনকে স্কুলে যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করতো। বিষয়টি জুথির পরিবার সবুজের পরিবারকে জানালে গত ১৭ মে সবুজের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত জুথির বাবা জাকারিয়ার ওপর হাতুড়ি ও চাইনিজ কুড়াল দিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ভিকটিম পরিবার সিরাজগঞ্জ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে পুলিশ তা নেয়নি।[১৪৮]

যৌতুক সহিংসতা

১০৫. আইননুযায়ী যৌতুক দেয়া নেয়া ফৌজদারী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও যৌতুক সহিংসতা অব্যাহত আছে। এই সময়ে যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের হত্যাসহ অনেক অমানবিক ঘটনা ঘটেছে।

১০৬. গত ১৮ এপ্রিল জামালপুর সদর উপজেলায় যৌতুক না দেয়ায় তাহমিনা জান্নাত নামে এক গর্ভবতী গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর স্বামী উজ্জল মাহমুদ ও শ্বশুরবাড়ীর লোকজন। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জান্নাতের সঙ্গে উজ্জ্বল মাহমুদের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় প্রায় নগদ ৬ লক্ষ টাকা এবং গহনা ও মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে দেয়া হয়। কিন্তু এরপর আরও যৌতুকের জন্য জান্নাতের ওপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায় উজ্জ্বল ও তার পরিবারের সদস্যরা।[১৪৯]

এসিড সহিংসতা

১০৭. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। মামলাগুলো বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকায় ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১০৮. গত ১ মে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে যৌতুকের দাবিকৃত টাকা না পেয়ে রেখা বেগম নামে এক গৃহবধূর মুখে জোরপূর্বক এসিড ঢেলে হত্যা করার চেষ্টা করে তাঁর স্বামী আনোয়ার হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যরা।[১৫০]

১০৯. গত ১৪ মে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক তরুণীর ওপর এসিড নিক্ষেপ করে লাল চান বাউরি নামে এক যুবক। গত ১৫ মে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।[১৫১]

প্রতিবেশী দেশ: ভারত-মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আগ্রাসন ও বিএসএফের মানবাধিকার লংঘন

১১০. ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। এই অনৈতিক সমর্থনের মধ্যে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের

[১৪৬] যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/669409/
[১৪৭] যুগান্তর, ১১ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/673545/
[১৪৮] মানবজমিন, ২০ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=56371
[১৪৯] যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/667082/
[১৫০] সমকাল, ৪ মে ২০২৩; https://samakal.com/tp-upakhantho/article/2305170737/
[১৫১] যুগান্তর, ১৭ মে ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/675489/

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।[১৫২] ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভবনা রয়েছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারত আবারও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৫৩] আওয়ামী লীগ সরকারও ভারতকে বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এরই প্রভাবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণ অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সময়ে বিএসএফ দাবি করেছে যে, বাংলাদেশী নাগরিকরা গরু চোরাকারবার করার সময় তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গরু পাচার সংক্রান্ত একটি মামলার অভিযোগপত্রে ভারতের ডিরেক্টোরেট অব এনফোর্সমেন্ট (ইডি) উল্লেখ করে যে, বিএসএফ বাংলাদেশে গরু পাচারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।[১৫৪]

১১১. গত ১ এপ্রিল লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শমসেরনগর সীমান্তে রবিউল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক; গত ২৩ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের চকপাড়া সীমান্তে সাদিকুর রহমান নামে বাংলাদেশী এক নাগরিক; গত ১৬ মে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় শাহপুর কামাড়পাড়া সীমান্তে মনজুরুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী কৃষক; গত ২১ মে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্তে পলাশ হোসেন নামে এক বাংলাদেশী শ্রমিক; গত ৫ জুন লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে ইউসুফ আলী নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক; এবং গত ১০ জুন ঠাকুরগাঁও এর রাণীশংকৈল সীমান্তে জিন্নাত আলী নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়েছেন।

১১২. গত ৯ মে ফেনীর পরশুরাম সীমান্তে মোহাম্মদ ইউনুস হোসেন অন্তর (১৫) নামে এক বাংলাদেশী কিশোর ছাগল চড়াতে যায়। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইউনুস হোসেন অন্তরকে ধরে নিয়ে গিয়ে চার ঘন্টা আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন করে গুরুতর আহতবস্থায় তাঁকে সীমান্তে ফেলে রেখে যায়।[১৫৫]

বিএসএফ সদস্যদের হাতে গুরুতর আহত মোহাম্মদ ইউনুস হোসেন অন্তর। ছবি: মানবজমিন, ১১ মে ২০২৩

[১৫২] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও আছেন। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১৫৩] আনন্দবাজার, ১০ জুন ২০২৩; https://www.anandabazar.com/world/india-wants-to-send-a-message-during-narendra-modis-visit-in-usa-about-dhakas-concerns/cid/1436442

[১৫৪] মানবজমিন, ৬ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=54100

[১৫৫] মানবজমিন, ১১ মে ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=54892

১১৩. গত ৬ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা চোরাকারবারীদের ধাওয়া করার নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই সময় গরু চড়ানোরত বাংলাদেশী নাগরিক আরজন আলী ও পুকুরে মাছের খাবার দেয়ার সময় ইকবাল হোসেনের সঙ্গে বিএসএফ সদস্যদের কথা কাটাকাটি হলে তাঁদের ওপর গুলি চালায় বিএসএফ সদস্যরা। আহত দুইজনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।[১৫৬]

১১৪. **এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে ০৪ জন নিহত ও ০৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ কর্তৃক আহত হয়েছেন। ০৪ জনই বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহত ০৮ জনের মধ্যে ০৭ জনই বিএসএফ কর্তৃক গুলিতে এবং ০১ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।**

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘন

১১৫. চীনের মধ্যস্থতায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৫ মে রাখাইনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের রোহিঙ্গা ও সরকারের ২৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমারে যায়। রাখাইন থেকে ফিরে রোহিঙ্গা প্রতিনিধি দল জানান, প্রত্যাবাসন শুরু করার মতো পরিস্থিতি সেখানে নেই।[১৫৭] প্রতিনিধি দলে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থী মোহাম্মদ তাহের বলেন, বাংলাদেশে পালিয়ে আসার আগে যে এলাকাতে তাঁরা বসবাস করতেন, সেখানে তাঁদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেই জায়গাতেই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়নি।[১৫৮] রোহিঙ্গাদের ভিটেমাটির জায়গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের ব্যারাক, ফাঁড়ি ও চৌকি তৈরি করা হয়েছে।[১৫৯] এরপর ২৫ মে মিয়ানমার থেকে আসা দেশটির ১৪ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের বৈঠক হয়। বৈঠকে পর মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল জানায়, রোহিঙ্গারা রাখাইনে পৌঁছানোর পর তাঁদের প্রথমে ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ডসহ (এনভিসি) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব প্রদানসহ তাঁদের নিজ গ্রামে পুনর্বাসন করা না হলে তাঁরা মিয়ানমারে ফিরবেন না।[১৬০] তাছাড়া এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইউএনএইচসিআর জড়িত নয় বলে জানা গেছে।[১৬১]

১১৬. গত ৮ জুন জাতিসংঘের মিয়ানমারের পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার টম অ্যান্ড্রুস বলেছেন, মিয়ানমারের রাখাইনে এখনো রোহিঙ্গাদের জীবন ও চলাচলের স্বাধীনতা ঝুঁকিতে রয়েছে। মিয়ানমারের পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদের নিরাপদ এবং মর্যাদার সঙ্গে স্থায়ীভাবে ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক নয়। বাংলাদেশ 'বিভ্রান্তমূলক' এবং বলপ্রয়োগের' মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করছে।[১৬২] বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ১৪০ জন রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পাঠানোর জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছিল। চলতি বছরের শেষ নাগাদ আরও ছয় হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর কথা। যারা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের বিরোধীতা করছে, তাদের সরকার গ্রেফতার হুমকি, কাগজপত্র জব্দ ও নানা ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।[১৬৩]

---

[১৫৬] ডেইলি স্টার, ৬ জুন ২০২৩; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-485346
[১৫৭] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5whieyu1eu
[১৫৮] সমকাল, ৭ মে ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2305171214/
[১৫৯] প্রথম আলো, ৭ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/hh1wfa8mzl
[১৬০] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5whieyu1eu
[১৬১] প্রথম আলো, ৭ মে ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/hh1wfa8mzl
[১৬২] ইউএন নিউজ, ৮ জুন ২০২৩; https://news.un.org/en/story/2023/06/1137457
[১৬৩] প্রথম আলো, ৮ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/mktqrzw4rc

১১৭. গত ১৮ মে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই এবং তাঁদের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কথা বিবেচনা না করে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসনের আয়োজন করছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি এখনও পরিবর্তন হয়নি। যদিও বাংলাদেশের কাঁধে শরণার্থীদের বিশাল বোঝা রয়েছে। কিন্তু প্রতিকার হিসেবে শরণার্থীদের মিয়ানমারে সামরিক জান্তার নির্মম শাসনব্যবস্থায় ফেরত পাঠানো আরও ধ্বংস ডেকে আনবে।[১৬৪]

১১৮. গত ৮ জুন আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারের্সে একটি আদালতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো সশরীরে সাক্ষ্য দিয়েছেন রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি।[১৬৫]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

১১৯. *অধিকার* এর ওপর ক্ষমতাসীনদের নিপীড়ন অব্যাহত আছে। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ মামলা দায়ের করে তাঁদের বন্দি করা হয়। এই মামলাটির শুনানী শেষে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল গত ১৫ মে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে পাঠায়।[১৬৬]

---

[১৬৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ১৮ মে ২০২৩; https://www.hrw.org/news/2023/05/18/bangladesh-new-risks-rohingya-refugees

[১৬৫] প্রথম আলো ৮ জুন ২০২৩; https://www.prothomalo.com/world/dhjo7ceevm

[১৬৬] ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে সচল করার ব্যাপারে আদেশ দেয়। পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করা হয়। ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে এই মামলার প্রথম শুনানি হয়। এই দিন *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাঁদের আইনজীবী আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করার কথা আদালতকে অবহিত করেন এবং রিভিউ শুনানি শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আরজি জানান (রিভিউ পিটিশন নাম্বার ৮/২০২১ তাং ৪/৪/২০২১)। কিন্তু আদালত এই আবেদন মঞ্জুর না করে ৫ অক্টোবর ২০২১ সাইবার মামলা নং-১/২০১৩ এ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। এরপর যথারীতি আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখে এবং ৯ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর ২০২১ সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ সরকার পক্ষের সাক্ষি না আসায় ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। ২০ জানুয়ারি সাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারী সরকারি সাক্ষি না আসায় ২৮ মার্চ পরবর্তি তারিখ ছিল। এই তারিখেও সাক্ষি না আসায় পরবর্তী তারিখ ৮ মে ধার্য করা হয়। ৮ মে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী তারিখ ৯ জুন ধার্য করে। সাক্ষি মারা যাওয়ায় ৯ জুন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এবং আদালত পরবর্তী তারিখ ১৩ জুলাই ধার্য করে। ১৩ জুলাই সাক্ষি না আসায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি, সাক্ষি মারা যাওয়ায় ৩ অগাস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এবং একইভাবে পরবর্তী সাক্ষিও মারা যাওয়ায় ২২ অগাস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়নি। ৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৭ অক্টোবর এবং ১০ নভেম্বর সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ছিল ২৭ নভেম্বর। এই দিন রাষ্ট্রপক্ষ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দুই জনকে সাক্ষি হিসেবে হাজির করে। কিন্তু আদালত এই মামলার সঙ্গে সাক্ষিদের কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকায় তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করেনি। আদালত ২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি পরবর্তী সাক্ষ্যের জন্য দিন ধার্য করে। ১৫ জানুয়ারি সরকারি সাক্ষি না আসায় আদালত ২৯ জানুয়ারি পরবর্তি তারিখ ধার্য করে। এই দিন সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াৎ আরও আদেশ দেন যে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের পর থেকে প্রত্যেকটি কার্যদিবসে সাক্ষ্য গ্রহন করে সরকারি সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করা হবে। ২৯ জানুয়ারি ২ জন সাক্ষি সাক্ষ্য দেয়। এরমধ্যে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ইনসপেক্টর মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের সাক্ষি সমাপ্ত না হওয়ায় আদালত ১ ফেব্রুয়ারি তার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ১ ফেব্রুয়ারি তার সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করেন। আদালত ২০ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহনের দিন ধার্য করে। ২০ ফেব্রুয়ারি কোন সাক্ষি আদালতে হাজির হননি। এই দিন অত্র মামলায় P.W.-18 কর্তৃক প্রদর্শিত গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ (উত্তর) ডিএমপি, ঢাকা সাধারণ ডায়েরি নং-২৬৮, তারিখ ১০/৮/২০১৩ কর্তৃক জব্দকৃত আলামত সমূহ অত্র মামলার প্রদর্শনী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন বিবাদী পক্ষ। কিন্তু আদালত তা নামঞ্জুর করে। ২ মার্চ আদালত সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য করে। কিন্তু ২ মার্চ সাক্ষি হাজির না হওয়ায় আদালত ১৯ মার্চ পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। ১৯ মার্চ সাক্ষি হাজির না হওয়ায় আদালত ৫ এপ্রিল পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। ৫ এপ্রিল রাষ্ট্র পক্ষের কোনো সাক্ষী হাজির না হওয়ায় ট্রাইব্যুনাল সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষনা করে ৩০ এপ্রিল ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামীদের পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য করে। ৩০ এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামিদ্বয়ের পরীক্ষা না করে পরবর্তী তারিখ ৩ মে ধার্য করে। ৩ মে ট্রাইবুনাল বিচারক প্রস্তুত না থাকায় পরবর্তী তারিখ ১০ মে ধার্য করে। ১০ মে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার অধিকতর তদন্তের জন্য আবেদন করলে আসামীদ্বয়ের পক্ষে লিখিত আপত্তির আবেদন করা হয়। ট্রাইব্যুনাল ১৫ মে অধিকতর তদন্তের আবেদনের ওপর শুনানির দিন ধার্য করে। ১৫ মে টাইব্যুনাল অধিকতর তদন্তের আবেদন মঞ্জুর করে মামলার নথি মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে প্রেরন করে এবং সিআইডির, ঢাকা কর্তৃক অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। গত ১ জুন সিআইডি কর্তৃক সম্পূরক চার্জশিট জমাদানের দিন ধার্য ছিল। ঐ দিন সিআইডি সম্পূরক চার্জশিট জমা দিতে না পারায় মহানগর হাকিম মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ এর আদালত ৯ জুলাই মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করে।

১২০. *অধিকার* এবং এর মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রিয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হলেও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে কখনো সরে দাঁড়ায়নি। এই সময়ে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে উচ্চ কণ্ঠ থাকায় এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে থেকেছেন এবং সভা-সমাবেশ করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখিন হয়েছেন। *অধিকার* এর রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অস্বীকৃতি জানানো ছাড়াও বিভিন্ন সময় সরকার এবং সরকারপন্থীরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রপাগান্ডা চালিয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ আরোপ করতে বাধ্য হচ্ছে।

সুপারিশসমূহ:

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে উদ্যোগ নিতে হবে।

২. জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং দি অফিস অব দি হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) কে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর একটি নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করতে হবে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণগুলো সংগ্রহ করা যায়। জাতিসংঘের অধীনে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে প্রতিটি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনার তদন্ত করতে হবে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্য এবং অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. সভা-সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় গ্রেফতারকৃত প্রতিবাদকারীসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৪. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে হবে। বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটাতে হবে।

৫. কারাবন্দিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপশোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৬. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদনসহ গুমের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আইন তৈরী করতে হবে এবং গুমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৭. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৮. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই আইনগুলোর অধীনে দায়ের করা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। প্রাসঙ্গিক আইনগুলোরও প্রয়োজনী সংশোধন এবং যৌন হয়রানির মতো বিষয়ে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

১০. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

১১. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তাঁদের নিরাপত্তাসহ পূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকাররের সঙ্গে স্থায়ী ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নিপীড়ন, গোয়েন্দা নজরদারী ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং সংগঠনের সেক্রেটারি ও পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।